এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮)

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

ভূমিকাঃ

২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার অভিলক্ষ্য নিয়ে দ্রুতই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। সেই যাত্রায় সহযোগী হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের সকল পর্যায়ের জনগণকে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় সামিল করার অভিপ্রায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত সময়োপযোগী উদ্যোগ। বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) কার্যক্রমের আওতায় ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সাল থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ করে। তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে জনগণকে ব্যয়সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রামাঞ্চলসহ সর্বত্র বেশ জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ২১ টি তফসিলি ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯ টি ব্যাংক মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.১। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১৯ টি ব্যাংকের এজেন্ট ও আউটলেট এর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ১

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	এজেন্ট			আউটলেট		
		শহর (১)	গ্রাম (২)	মোট= (১)+(২)	শহর (৩)	গ্রাম (৪)	মোট = (৩)+(৪)
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	২১৯	৪৪৪	৬৬৩	৩২৪	১,৮২৬	২,১৫০
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	১০৫	২,৩৮২	২,৪৮৭	১১৮	২,৪৪৮	২,৫৬৬
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	১৫	১১৮	১৩৩	১৭	১৮৩	২০০
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	২	২৪	২৬	৩	৮৩	৮৬
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	২৮১	২৮১	০	২৮১	২৮১
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	২০	৬৪	৮৪	২০	৮০	১০০
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১	২	৩	৩০	৫৩৩	৫৬৩
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১	২১	২২	১	২১	২২
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৭	১৯৩	২০০	৭	১৯৩	২০০
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	২০	২০	০	২০	২০
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১	২৮	২৯	১	২৯	৩০
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	১৫	৩৯	৫৪	৩৬	১১৮	১৫৪
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৬	২৯৯	৩০৫	৬	২৯৯	৩০৫
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৭	৫	১২	৮	৭২	৮০
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১৭	৫৮	৭৫	১৭	৫৮	৭৫
১৬	এবি ব্যাংক লি.	৮	১৫	২৩	৮	১৫	২৩
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০	২৬	২৬	০	২৬	২৬
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	৪	৪৪	৪৮	৪	৪৬	৫০
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	১	১	২	১	১	২
	মোট	৪২৯	৪,০৬৪	৪,৪৯৩	৬০১	৬,৩৩২	৬,৯৩৩

ছক-১ এ এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যাংকসমূহের শহর ও গ্রামকেন্দ্রিক এজেন্ট এবং আউটলেট এর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ইস্টার্ন ব্যাংক লি. কর্তৃক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করায় বর্তমানে ১৯ টি ব্যাংক এর সর্বমোট ৪,৪৯৩ টি এজেন্ট এর আওতায় ৬,৯৩৩ টি আউটলেটের মাধ্যমে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, তিনটি ব্যাংক যথাক্রমে ব্যাংক এশিয়া লি., মধুমতি ব্যাংক লি. ও এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. কর্তৃক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর মাধ্যমে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এজেন্ট আউটলেটের সংখ্যার দিক থেকে ব্যাংক এশিয়া লি. শীর্ষে অবস্থান করছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩,৯০২ এবং ৫,৭৯১ টি। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে এজেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৯১ টি এবং আউটলেটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১,১৪২ টি।

সেপ্টেম্বর ২০১৮ ও ডিসেম্বর ২০১৮ এর এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যাভিত্তিক তুলনা নিম্নরূপ ঃ

চিত্র-১

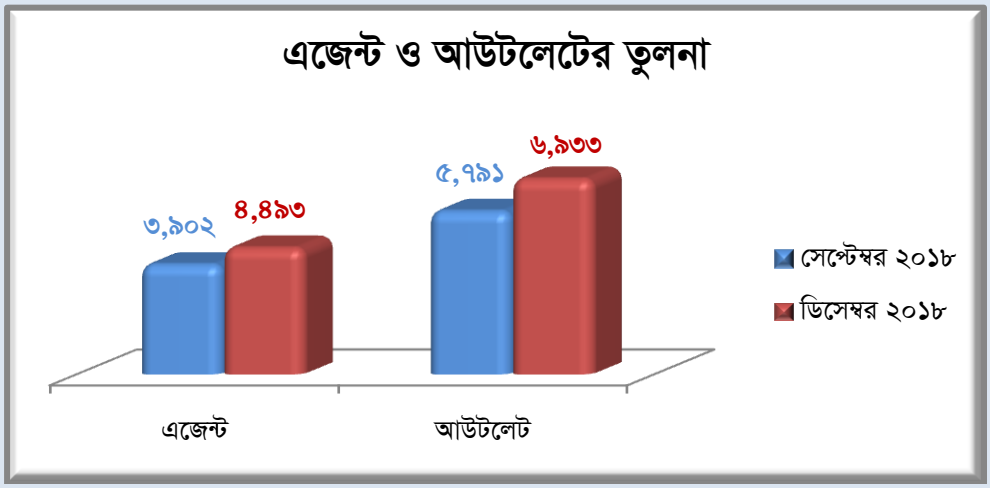

২০১৬,২০১৭ ও২০১৮ সালের এজেন্ট ও আউটলেটের তুলনা নিম্নরূপঃ

চিত্র-২

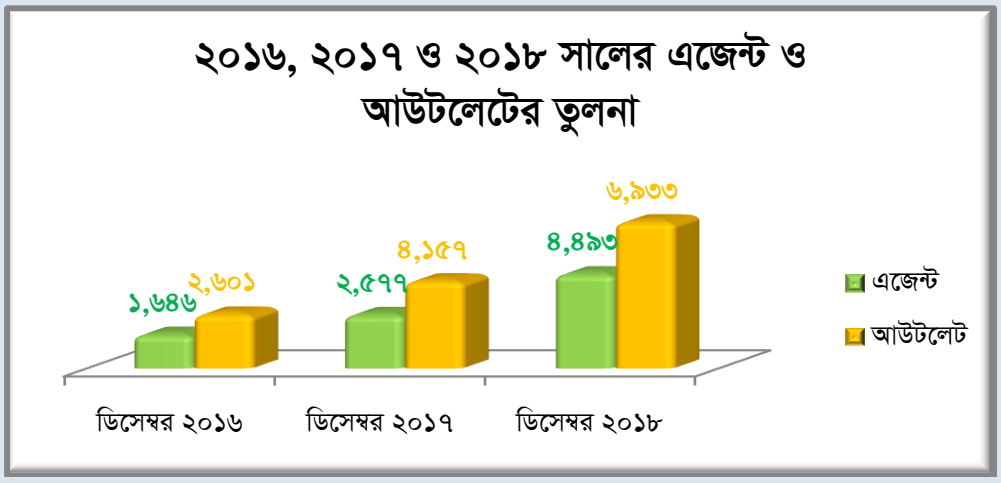

২.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহের (খাতওয়ারী) তথ্য নিম্নরূপঃ

ছকঃ ২

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	হিসাব সংখ্যা								মোট
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	২,২৮,৩৮৭	৯,৫৮,৮০৪	৮,৮১,০৯৭	৩,০৬,০৯৪	০	২২,৫৮৯	১০,৭৪,৭৫৬	৮৯,৮৪৬	১১,৮৭,১৯১
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৫৫,৫৭১	৬,৯৩,৫৯৪	৩,৯৩,৪৩৪	৩,৩৭,১৮৩	১৮,৫৪৮	৩১,৬৫৬	৬,৫৭,৪৩৫	৬০,০৭৪	৭,৪৯,১৬৫
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৭,৪৮১	১,২৮,৯৫৩	৮১,১৩৫	৫৫,২৯৯	০	৮,২৮৭	৯৯,১৯৭	২৮,৯৫০	১,৩৬,৪৩৪
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৪৩৩	২৫,৬১৪	১৩,৬৬৭	১২,৩৮০	০	৩৬৭	২৩,৪৯১	২,১৮৯	২৬,০৪৭
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	৩৮,৭৩৮	১৯,৬১৬	১৯,১২২	০	৭৫৬	৩৭,৪১০	৫৭২	৩৮,৭৩৮
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৪,২৯৩	২৮,৪৭৩	১৯,৫৫৯	১৩,২০৭	০	১,৯১১	২৩,৬৬০	৭,১৯৫	৩২,৭৬৬
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৪,৪২৬	৩৬,৬৮৫	২২,১৭৫	১৮,৯৩৬	০	১০৮	৩৯,০০৪	১,৯৯৯	৪১,১১১
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৪৮০	৭,৯৬৫	৫,২৩২	৩,২১৩	০	৯০৫	৬,০৯৪	১,৪৪৬	৮,৪৪৫
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	১,৩১৮	৬৪,৬৩৮	৩৮,০৭৯	২৭,৮৭৭	০	৩,৬৫৮	৫৯,৫২৭	২,৭৭১	৬৫,৯৫৬
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	১৫,৯৬৫	৯,৮৭২	৬,০৯৩	০	১,৬৫৬	১১,১৬৩	৩,১৪৬	১৫,৯৬৫
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১১২	৫,৬৭৮	৩,৬৮৩	২,১০৭	০	২৩৪	৪,৩০৭	১২৪৯	৫,৭৯০
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	৫,৯৬৮	১৮,৩৪১	১৭,১৫৭	৭,১৫২	০	৩,৫৩৯	১৭,৪৯৯	৩,২৭১	২৪,৩০৯
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	২,৯২৫	১,০৩,২১৩	৭১,৮৫৩	৩৪,২৮৫	০	৫,১৭২	৬৪,১৭৭	৩৬,৭৮৯	১,০৬,১৩৮
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৭৮৯	৫,৭৫২	৩,৪৮৯	৩,০৫২	০	৯৩	৬,২৩১	২১৭	৬,৫৪১
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৬৭৮০	১,২১৯	৫,০৮৮	২৯১১	০	৯১৯	৫,৬১৩	১৪৬৭	৭,৯৯৯
১৬	এবি ব্যাংক লি.	২৯৪	২,১৮৯	১৬১৩	৮৭০	০	১৬০	১৮৬০	৪৬৩	২,৪৮৩
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০	১,৫০৮	১,০৩৩	৪০৬	৬৯	৯৮	১,০৮৬	৩২৪	১,৫০৮
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	৪০	২৮৫	২৭৮	৪৭	০	৫৩	২৭২	০	৩২৫
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	৭১	০	৫৮	১৩	০	০	৬৯	২	৭১
	মোট	৩,১৯,৩৬৮	২১,৩৭,৬১৪	১৫,৮৮,১১৮	৮,৫০,২৪৭	১৮,৬১৭	৮২,১৬১	২১,৩২,৮৫১	২,৪১,৯৭০	২৪,৫৬,৯৮২

- মোট* = (১)+(২)=(৩)+(৪)+(৫)= (৬)+(৭)+(৮)

ছক-২ হতে দেখা যায় যে, ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ১৯ টি ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাব সংখ্যা ২৪,৫৬,৯৮২ টি। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে খোলা ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা ৬.৭ গুণ বেশি, যা এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। তবে, নারী হিসাবধারীদের চেয়ে পুরুষ হিসাবধারীদের সংখ্যা প্রায় ২ গুণ। আরও দেখা যায়, এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাব সংখ্যার ৪৮ শতাংশ হিসাব ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি. এর এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে খোলা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ব্যাংক এশিয়া লি. এবং আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.।

এজেন্ট ও আউটলেটের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাবসমূহের চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ৩

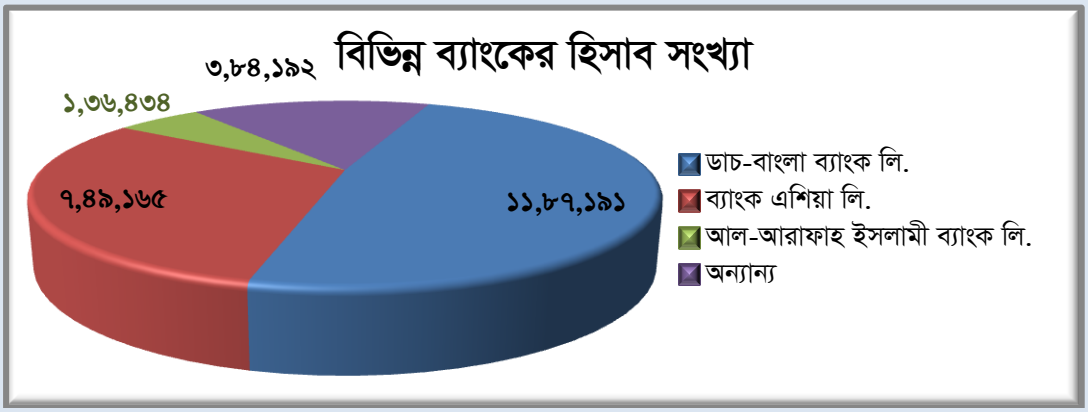

চিত্র ঃ ৪

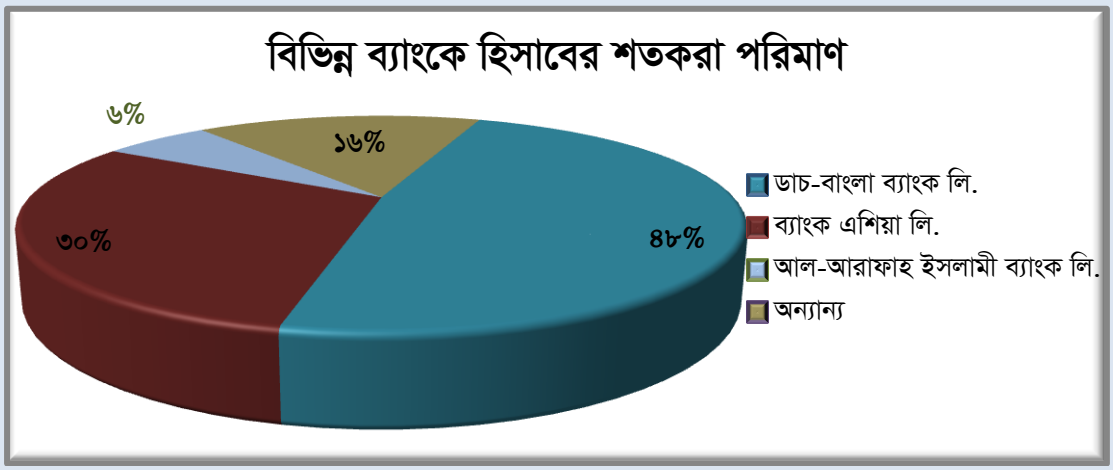

চিত্র ঃ ৫

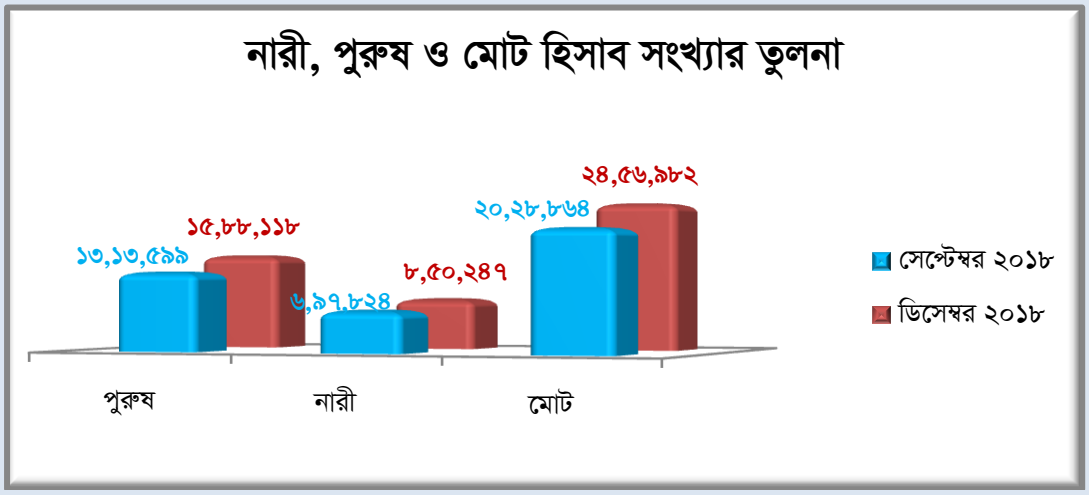

চিত্র ঃ ৬

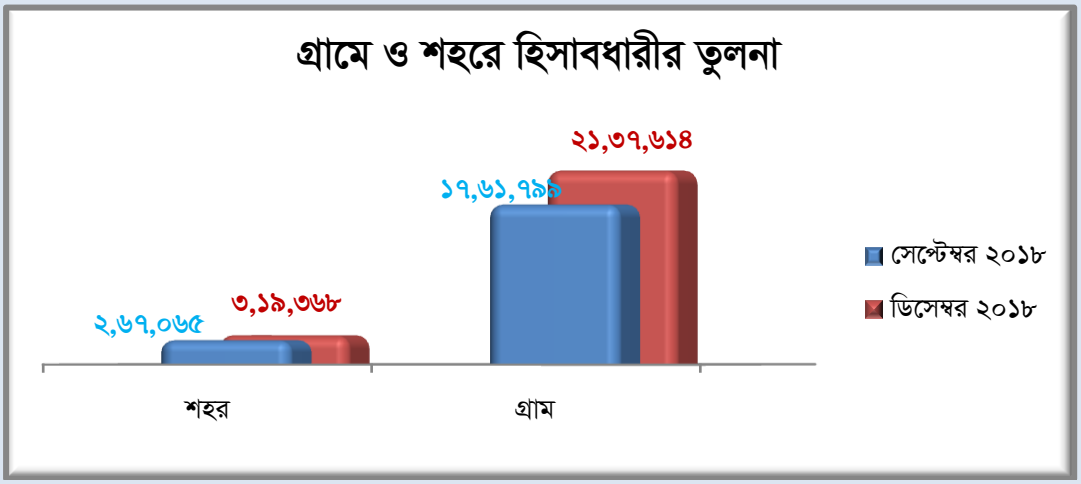

২.২। এজেন্ট ব্যাংকিং মোট হিসাবের ত্রৈমাসিক তুলনা নিম্নরূপঃ

ছকঃ ৩

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	হিসাব সংখ্যা			
		জুন ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৮	ডিসেম্বর ২০১৮	পরিবর্তন
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৯,৫৪,৪৮৩	১০,৫০,১৬০	১১,৮৭,১৯১	১৩%
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৫,১৪,৪০২	৫,৮৫,২০৫	৭,৪৯,১৬৫	২৮%
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	১,০০,৬৩৬	১,১৭,০০১	১,৩৬,৪৩৪	১৭%
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	২০,৯৮৪	২২,৭০৯	২৬,০৪৭	১৫%
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	৩৪,১৪৫	৩৫৮৩৪	৩৮৭৩৮	৮%
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	২২,৫০৩	২৭,৬৭০	৩২,৭৬৬	১৮%
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২৯,৭৭৭	৩৭,৫৬৮	৪১,১১১	৯%
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৬,৫৬২	৭,৬৪৮	৮,৪৪৫	১০%
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৩৪,৩৫৮	৪৮,৬৯২	৬৫,৯৫৬	৩৫%
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	১১,২০৯	১৩,৪৪৩	১৫,৯৬৫	১৯%
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	২,৮১৫	৩,৯৬৮	৫,৭৯০	৪৬%
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	৮,৩৫৪	১৪,১৩১	২৪,৩০৯	৭২%
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৩৫,২৭১	৫৭,৬৯০	১,০৬,১৩৮	৮৪%
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	১,০০০	২,৭৩৭	৬,৫৪১	১৩৯%
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৩৪১	২,৫৯২	৭,৯৯৯	২০৯%
১৬	এবি ব্যাংক লি.	৪৩০	১,১৮১	২,৪৮৩	১১০%
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	১৩০	৬১৯	১৫০৮	১৪৪%
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	-----	১৬	৩২৫	১৯৩১%
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	-----	-----	৭১	-----
	মোট	১৭,৭৭,৪০০	২০,২৮,৮৬৪	২৪,৫৬,৯৮২	২১%

ছক-৩ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৯ টি ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে মোট ২৪,৫৬,৯৮২ টি হিসাব খোলা হয়েছে। তন্মধ্যে ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি., ব্যাংক এশিয়া লি. ও আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. কর্তৃক যথাক্রমে ১১,৮৭,১৯১ টি, ৭,৪৯,১৬৫ টি ও ১,৩৬,৪৩৪ টি হিসাব খোলা হয়েছে। গত ত্রৈমাসিকে মোট হিসাব সংখ্যা ছিল ২০,২৮,৮৬৪ টি। ফলে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪,২৮,১১৮ টি। গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় হিসাব সংখ্যা ২১% বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্রঃ ৭

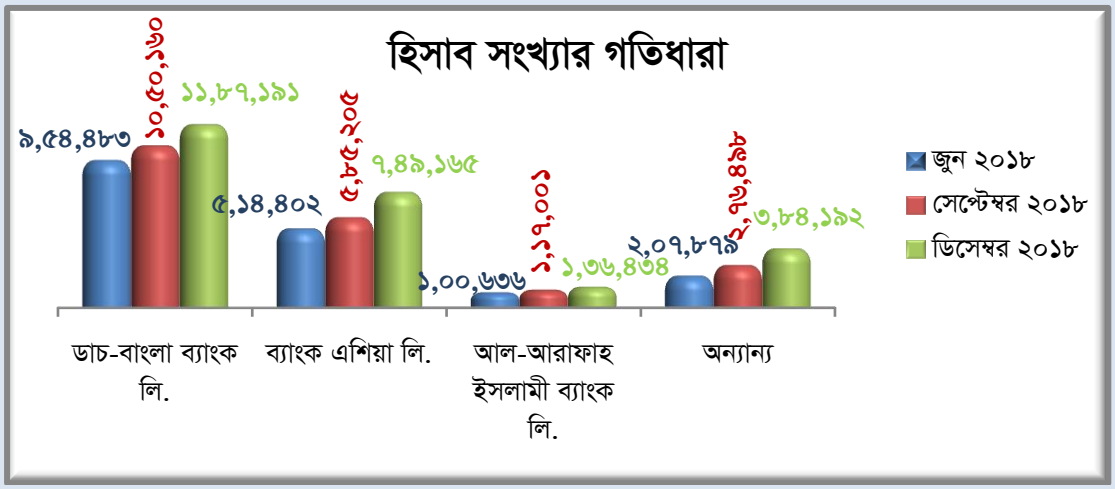

আমানতঃ

৩.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহে আমানতের (খাতওয়ারী) পরিমাণ নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৪

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	হিসাবে স্থিতি								মোট*
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	২১,৭৫৭.৩৯	৬০,৯৬৫.৫২	৫৬,১৫৩.২৭	১৭,৩২৯.৬৫	৯,২৩৯.৯৯	৩,৯১৯.৫৬	৫৭,১৪০.৮৫	২১,৬৬২.৫০	৮২,৭২২.৯১
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	১০,৯৬৪.৫৩	৫৮,৫৮৮.৩৭	৪০,৭৭৩.৯৬	২১,৪৪২.৪৯	৭,৩৩৬.৪৫	৬,১৪১.৮৬	৩৫,৬৩৮.৪৯	২৭,৭৭২.৫৫	৬৯,৫৫২.৯০
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	২৪,৬৮০.১৪	৬৮,১৫০.১৯	৭৮,১৬৭.৫৬	১৪,৬৬২.৭৭	০	৪,৭৬৫.৪৪	১৯১৩০.৯৭	৬৮,৯৩৩.৯২	৯২,৮৩০.৩৩
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৪৩৮.০১	১,৫৪০.৩০	১,৪৯৫.৯৪	৪৮২.৪	০	৮৪.০৬	৫৯৩.৬৫	১,৩০০.৬০	১,৯৭৮.৩১
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	১০০৯	৬০০	৪০৯	০	১২৮	৬২৯	২৫২	১০০৯
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	২৫৫৩.০০	৭৭৮৪.০০	৬,৭১৯.০০	৩৬১৮.০০	০	১,৭৫৯.০০	৪,০১৫.০০	৪,৫৬৩.০০	১০৩৩৭.০০
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২২৬.০২	৯৭৩.৩৯	৮০২.৬৭	৩৯৬.৭৪	০	৯২.৭৭	৬১৮.৯২	৪৮৭.৭২	১১৯৯.৪১
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৮.১১	১,১৯৯.৭৬	৮১৪.৯৪	৩৯২.৯৩	০	১৬২.৩২	৬১৪.৯৯	৪৩০.৫৬	১২০৭.৮৭
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	১,১৯৩.২৭	৫,৫২৬.৪০	৪,৩৩৭.৮৫	২৩৮১.৮২	০	৫৪২.০৫	৪,৬৮০.৯০	১৪৯৬.৭২	৬,৭১৯.৬৭
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	৩,১৪৫.০৯	২,৪৭৭.৬৩	৬৬৭.৪৬	০	৩৮২.৫১	৮৭২.২১	১,৮৯০.৩৭	৩,১৪৫.০৯
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১২.৩৫	৯০৯.৩৬	৭৮১.০৯	১৪০.৬২	০	৪৪৩.৮১	১৬৯.৬৭	৩০৮.২৩	৯২১.৭১
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	১,৬১৯.৫১	১,৬৭০.৭১	২,৬০৩.৫৯	৬৮৬.৬৩	০	৯৫৯.৫৩	১২৯৮.৮১	১০৩১.৮৮	৩,২৯০.২২
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৭৯১.২৯	৩০,১০৪.৩৬	২১,৮২৯.১৪	৯,০৬৬.৫১	০	৩,৫৭৯.২০	১২,১৪৪.৮০	১৫,১৭১.৬৫	৩০,৮৯৫.৬৫
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৯৬.৫২	৩২৯.৯২	৩৩২.৬৮	৯৩.৭৬	০	২১.৩৩	২২৩.৭৩	১৮১.৩৮	৪২৬.৪৪
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১২২০.৫৩	১৯৫৬.৪২	২৬৯৭.২৫	৪৭৯.৭	০	৬২৪.৩৯	৮০১.৭৩	১৭৫০.৮৩	৩১৭৬.৯৫
১৬	এবি ব্যাংক লি.	৯৮.১৪	৬৬১.৯২	৫৪৮.৯৩	২১১.১৩	০	৮২.৮৯	৩৮২.৮৫	২৯৪.৩২	৭৬০.০৬
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০	৭০৮.২৫	৪১৯.৩১	২৫৫.০৪	৩৩.৯	৬২.৫৯	২৩৪.৭১	৪১০.৯৫	৭০৮.২৫
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	৩০.৩২	৩২৮.২৩	৩৫৪.৪১	৪.১৪	০	৩৩০	২৮.৫৫	০	৩৫৮.৫৫
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	০.২৮	০.০০	০.২৬	০.০২	০	০.০০	০.২৬	০.০২	০.২৮
	মোট	৬৫,৬৮৯.৪১	২,৪৫,৫৫১.১৯	২,২১,৯০৯.৪৮	৭২,৭২০.৮১	১৬,৬১০.৩৪	২৪,০৮১.৩১	১,৩৯,২২০.০৯	১,৪৭,৯৩৯.২০	৩,১১,২৪০.৬০

- **মোট* = (১)+(২)=(৩)+(৪)+(৫)= (৬)+(৭)+(৮)**

ছক-৪ হতে দেখা যায় যে, ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১৯ টি ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা বিভিন্ন ধরণের হিসাবে সর্বমোট আমানতের পরিমাণ ৩,১১,২৪০.৬০ লক্ষ টাকা। তথ্য পর্যালোচনায় আরও পরিলক্ষিত হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা ২৪,৫৬,৯৮২ টি হিসাবের বিপরীতে হিসাব প্রতি গড়ে ১২,৬৬৭.৬০ টাকা আমানত জমা হয়েছে। এ তথ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর উপস্থিতিতে আমানতের এ বিপুল অর্থ আনুষ্ঠানিক খাতে জমা হয়ে গ্রামীন অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য যে, গত ত্রৈমাসিকে হিসাব প্রতি গড় আমানত ছিল ১২,৭০৪.০৯ টাকা।

চিত্র-৮ ও চিত্র-৯ এ আমানতের পরিমাণ ও আমানতের শতকরা পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

চিত্রঃ ৮

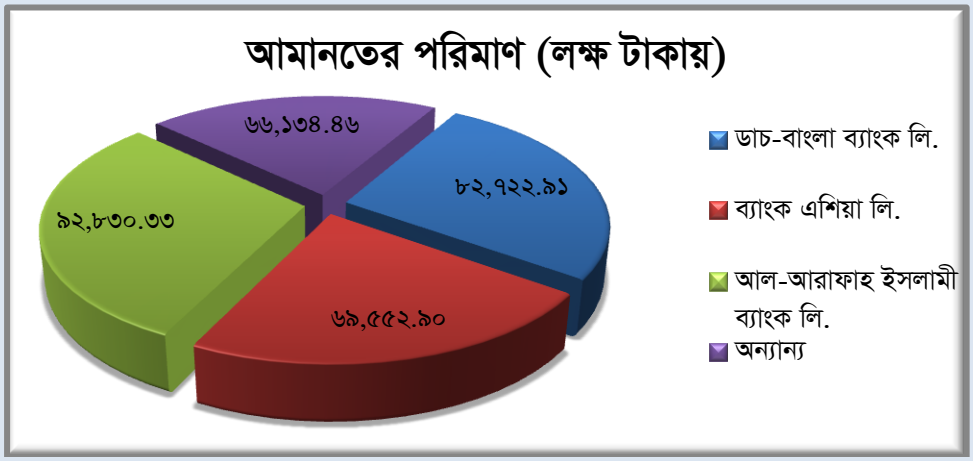

চিত্রঃ ৯

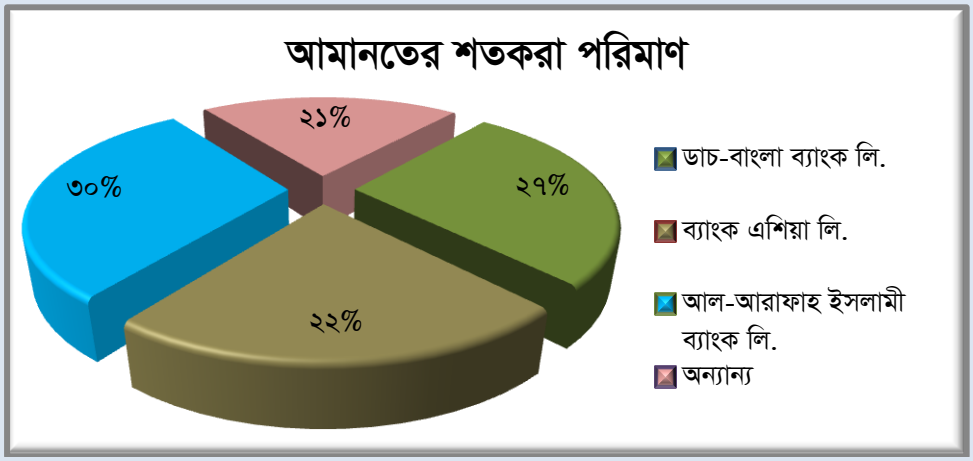

আরও উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ২,৫৭,৭৪৮.৭৯ লক্ষ টাকা। ২০১৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যাংকের আউটলেটের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমানতের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,১১,২৪০.৬০ লক্ষ টাকা।

সেপ্টেম্বর ২০১৮ ও ডিসেম্বর ২০১৮ ত্রৈমাসিকের আমানতের তুলনা নিম্নরূপঃ

চিত্র ঃ ১০

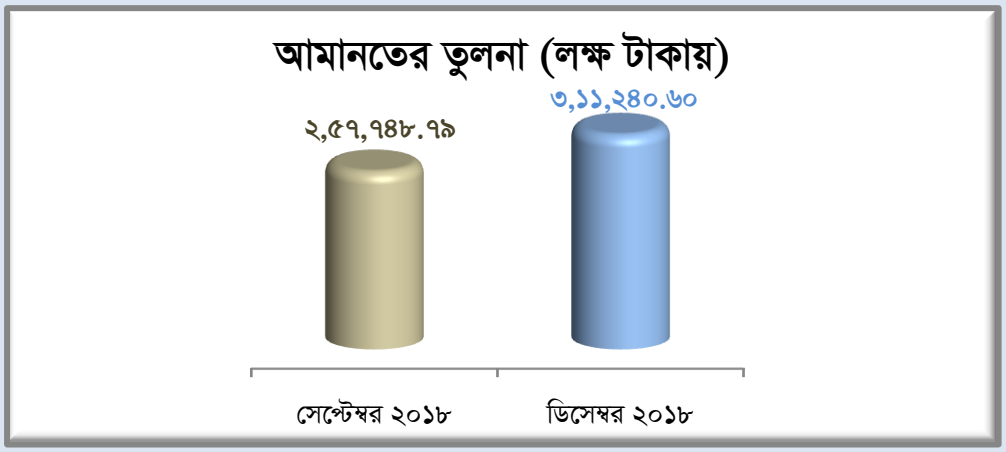

২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের আমানতের তুলনা নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ১১

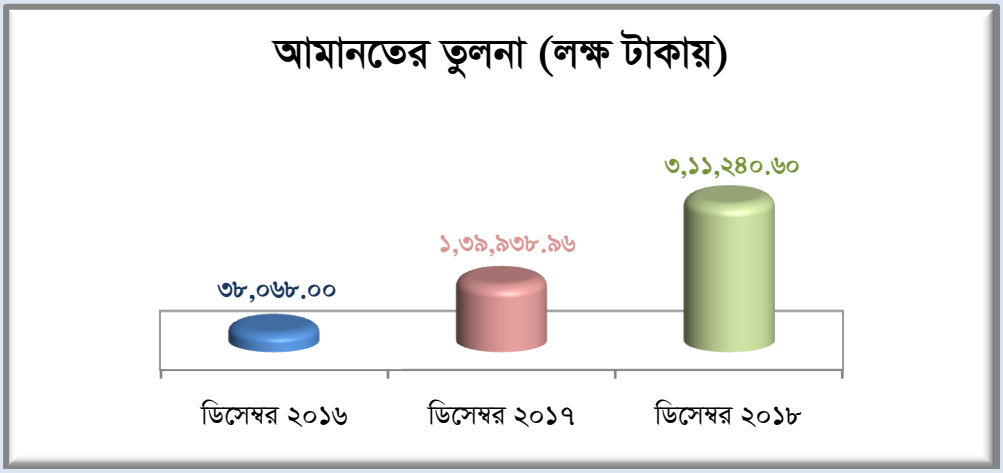

৩.২। এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটে খোলা ব্যাংক হিসাবে আমানতের ত্রৈমাসিক তুলনা নিম্নরূপঃ

ছকঃ ৫

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	আমানত			
		জুন ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৮	ডিসেম্বর ২০১৮	পরিবর্তন
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৫৯,৯৪৯.০০	৭১,১৯৯.১৫	৮২,৭২২.৯১	১৬%
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৩৭,৯৫০.২৬	৫০,৪১৩.৫৫	৬৯,৫৫২.৯০	৩৮%
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৭৭,০৮১.৮৯	৯৬,২১১.৭০	৯২,৮৩০.৩৩	-৪%
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৭২৫.৬৫	১,১৬৮.৫৬	১,৯৭৮.৩১	৬৯%
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	৬৯৫.৮৩	৪৬৪.৩৫	১০০৯	১১৭%
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৬,৮৮৬.০০	৮,৬০৮.০০	১০,৩৩৭.০০	২০%
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৭০৭.০৭	৪৬১.০৯	১১৯৯.৪১	১৬০%
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১,০৭৮.০৫	১,২১৯.৬৮	১,২০৭.৮৭	-০.৯৭%
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৩,৪৬৪.৫৫	৪,৫০১.৫৫	৬,৭১৯.৬৭	৪৯%
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	২,০৪১.৭১	২,৩৫২.৭৫	৩,১৪৫.০৯	৩৪%
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	৪২৯.৯৯	৬৫৮.৩	৯২১.৭১	৪০%
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	১,৬৩৪.৫৭	২,৩৪৮.৩৮	৩,২৯০.২২	৪০%
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৮,৩৩০.০৯	১৬,৫৭৭.৬০	৩০,৮৯৫.৬৫	৮৬%
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৫১.৯৮	১৩৪.১	৪২৬.৪৪	২১৮%
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৪৭.৫৭	৬৯৪	৩১৭৬.৯৫	৩৫৮%
১৬	এবি ব্যাংক লি.	১২৫.৯৮	৪১১.৬৯	৭৬০.০৬	৮৫%
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	৭৬.৯৪	৩১১.৯৯	৭০৮.২৫	১২৭%
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	--------	১২.৩৫	৩৫৮.৫৫	২৮০৩%
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	--------	--------	০.২৮	-----
	মোট	২,০১,২৭৭.১৩	২,৫৭,৭৪৮.৭৯	৩,১১,২৪০.৬০	২১%

ছক-৫ হতে দেখা যায় যে, চলতি ত্রৈমাসিকে সর্বমোট আমানতের পরিমাণ গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২১% বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. ও স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি. ব্যতিত সব কয়টি ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমানতের পরিমাণে শীর্ষে অবস্থান করছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. এবং আমানত বৃদ্ধির পরিমাণে শীর্ষে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক লি.। ইস্টার্ন ব্যাংক লি.সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে বিধায় এর পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়। আমানতের গতিধারা নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ১২

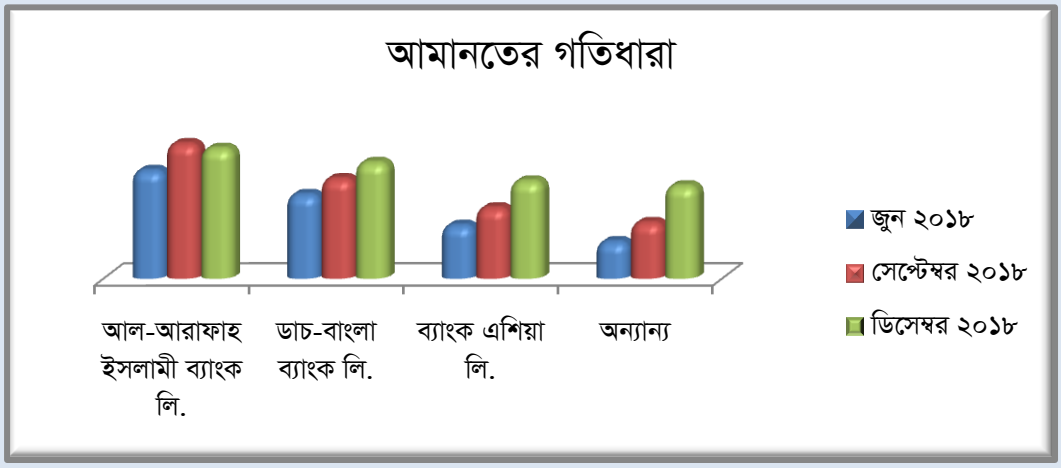

ঋণ বিতরণ:

৪.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের (খাতওয়ারী) পরিমাণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৬

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)					মোট*
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৫২.৩	৩৯.৭৮	৭৪.৭৫	১৭.৩৩	০	৯২.০৮
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	২,৩৮০.৪১	১৪,৯৬৭.৫৮	৫,২১৭.৯৫	১৪৮১.৯৯	১০,৬৪৮.০৫	১৭,৩৪৭.৯৯
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৩২১.৪২	১৮৯.৮৫	৪৭৪.৭৫	৩৬.৫২	০	৫১১.২৭
৪	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	১০	৯.৫	০.৫	০	১০.০০
৫	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৩১২	১০৭	৪০২	১৭	০	৪১৯.০০
৬	দি সিটি ব্যাংক লি.	৩৪২.৯৯	২২৫.৫৬	৫৬৩.৫৫	৫	০	৫৬৮.৫৫
	মোট	২,৫৮৬.১২	১২,৩২৭.৬৮	৬,৭৪২.৫০	১৫৫৮.৩৪	১০,৬৪৮.০৫	১৮,৯৪৮.৮৯

- মোট* = (১)+(২)= (৩)+(৪)+(৫)

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো শুধু হিসাব খোলা/পরিচালনা করা ও রেমিট্যান্স বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ঋণ বিতরণের মাধ্যমে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ৬টি ব্যাংক তাদের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উক্ত ৬টি ব্যাংক কর্তৃক সর্বমোট ১৮,৯৪৮.৮৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ প্রবাহের ধারা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, শহরের তুলনায় গ্রামে ঋণ প্রবাহের পরিমাণ ৪.৭৭ গুন বেশি। ব্যাংক অনুসারে এজেন্ট আউটলেট এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের চিত্র নিচে দেয়া হলো ঃ

চিত্রঃ ১৩

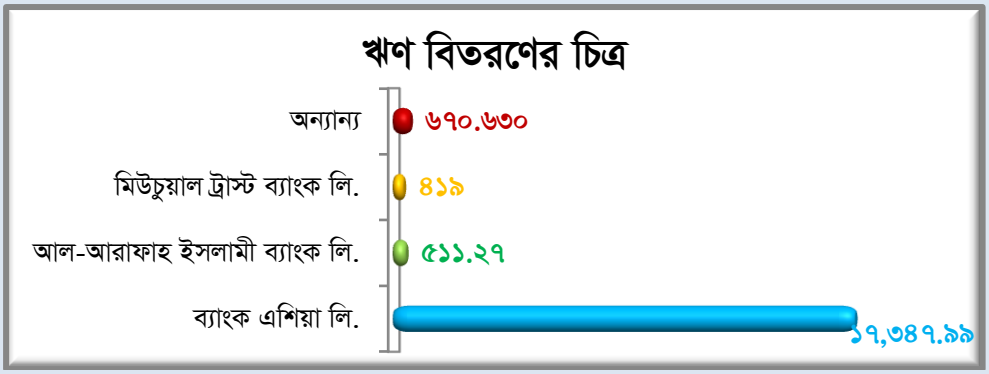

চিত্র-১৩ হতে দেখা যায়, ব্যাংক এশিয়া লি. তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ১৭,৩৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করে ঋণ বিতরণের শীর্ষে অবস্থান করছে। ঋণ বিতরণে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.।

রেমিট্যান্সঃ

৫.১। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত রেমিট্যান্স বিতরণের সার-সংক্ষেপঃ

ব্যাংকগুলোর এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে গ্রাহকদের রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে এজেন্ট ব্যাংকিং বেশ কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে এজেন্ট ব্যাংকিং অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকের শাখার ন্যায় এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটগুলো তুলনামূলক সহজ পদ্ধতিতে ও দ্রুততম সময়ে এ সেবা প্রদান করছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৬ টি ব্যাংকের মাধ্যমে সর্বমোট ৫,৫৫,৭৪২.৪৭ লক্ষ টাকা রেমিট্যান্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বমোট ৫,০৫,০৮৪.৮৯ লক্ষ টাকা এবং শহরাঞ্চলে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বমোট ৫০,৫৬৭.৫৮ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের তথ্য নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৭

ক্রঃ নং	ব্যাংক নাম	শহর (১)	গ্রাম (২)	মোট = (১)+(২)
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৩৪,৩৩৬.১৯	১,৬৯,৯২০.২৭	২,০৪,২৫৬.৪৬
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	১১,৬৯১.৪০	১,৭৩,৪৭৯.০৮	১,৮৫,১৭০.৪৮
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	২,৮৫০.৭২	৮৩,৯৯৬.৫২	৮৬,৮৪৭.২৪
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৯.২১	৮৬৫.৩৩	৮৭৪.৫৪
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	১১৪.১১	১১৪.১১
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৭৫২.০০	৭৩০৬.০০	৮,০৫৮.০০
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	০	১৯.১৩	১৯.১৩
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১.০২	১,৯৩০.৬৭	১,৯৩১.৬৯
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৩১৩.৫৪	২৭,৪৬২.৯৩	২৭,৭৭৬.৪৭
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	৭০২.৮	৭০২.৮০
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১৭.৬৯	১৩৮.৪৭	১৫৬.১৬
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	২০৪.০৬	২,২৮৯.৬০	২,৪৯৩.৬৬
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৪৪৭.৮৭	৩৬,২৫০.৫৩	৩৬,৬৯৮.৪০
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	০	০	০.০০
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২৪.৯৬	৩৮৫.৯২	৪১০.৮৮
১৬	এবি ব্যাংক লি.	৮.৯২	৭৯.২৩	৮৮.১৫
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০	১৪৪.৩০	১৪৪.৩০
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	০	০	০.০০
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট	৫০,৬৫৭.৫৮	৫,০৫,০৮৪.৮৯	৫,৫৫,৭৪২.৪৭

৫.২। রেমিট্যান্স বিতরণের চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ১৪

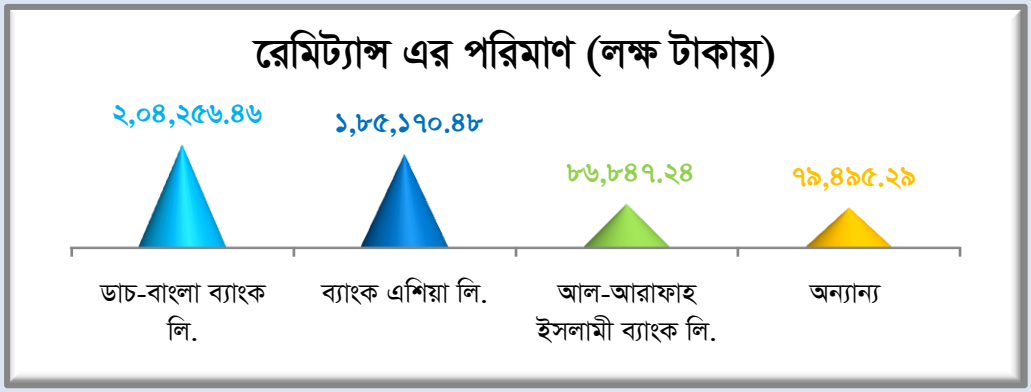

চিত্র-১৪ হতে দেখা যায় যে, ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত রেমিট্যান্স বিতরণে শীর্ষে অবস্থান করা ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি. কর্তৃক ২,০৪,২৫৬.৪৬ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ব্যাংক এশিয়া লি. কর্তৃক ১,৮৫,১৭০.৪৮ লক্ষ টাকা, এবং তৃতীয় অবস্থানে থাকা আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি. কর্তৃক ৮৬,৮৪৭.২৪ লক্ষ টাকা রেমিট্যান্স বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৪,৪৬,৩৯৪.৩৬ লক্ষ টাকা। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫,৫৫,৭৪২.৪৭ লক্ষ টাকা। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, গ্রামাঞ্চলে রেমিট্যান্স বিতরণের পরিমাণ শহর থেকে অনেক বেশি হওয়ায় সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে অধিক আগ্রহী হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়, যা এজেন্ট ব্যাংকিং এর মূল উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সেপ্টেম্বর ২০১৮ ও ডিসেম্বর ২০১৮ মাসের ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্র ঃ ১৫

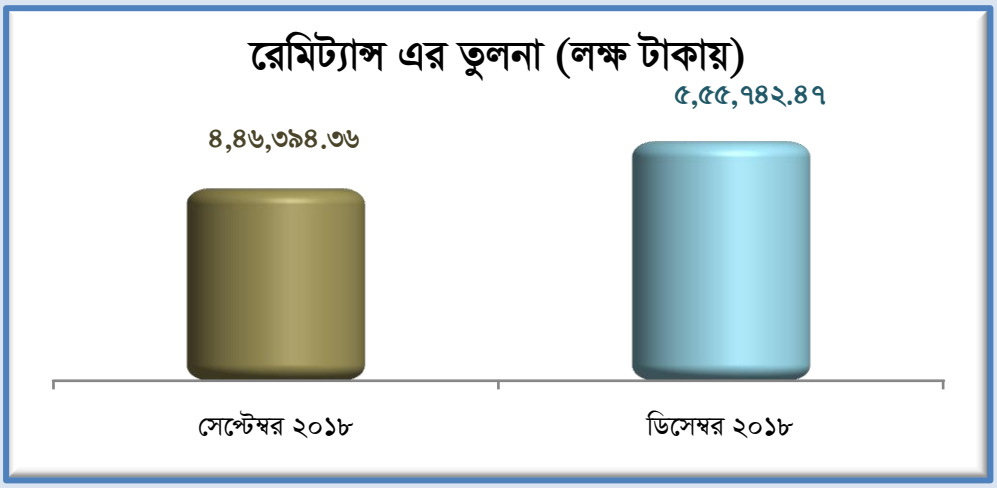

উপসংহারঃ

জনবহুল বাংলাদেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর বাস গ্রামে। গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এজেন্ট ব্যাংকিং একটি কার্যকরী উদ্যোগ বলে বিবেচিত হচ্ছে। সরাসরি ব্যাংকে না গিয়েও হাতের নাগালে বিশ্বস্ত ব্যাংকিং সেবা পাওয়ায় প্রবাসী শ্রমিক থেকে শুরু করে গ্রামের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট এজেন্ট ব্যাংকিং সেবার জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ব্যাংকগুলোও তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রতিনিয়ত প্রসারিত করছে। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা সহজলভ্য হওয়ার ফলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিকতায় বড় ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। ব্যাংকগুলোর প্রেরিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় এ বিষয়ে ইতিবাচক চিত্র ফুটে উঠেছে। সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন হতে আরো স্পষ্ট হয়েছে যে, সারা দেশে বিশেষতঃ গ্রামীণ জনপদে অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতির তৃণমূল পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। তাছাড়া, বিগত বছরগুলোর তুলনায় এজেন্ট, আউটলেট, হিসাব সংখ্যায় বিশাল উল্লম্ফন পরিলক্ষিত হয়েছে। আমানতের পরিমাণ বেড়েছে অনেক। তাই আগামী দিনে এজেন্ট ব্যাংকিং সমগ্র ব্যাংকিং খাত তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে আমুল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।